কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রণব পালের কবিতা

জন্ম চিৎকার

নেশায় দোলে মানচিত্র।

বারদুয়ারি নাচে বাঙালি বোতলে।

খুন তরাজের ধানবীজ ছড়ায় ছিন্নমস্তা।

উলঙ্গ নারীদের আর্তনাদে

একবিশ্ব জন্মচিৎকার আজ নারী হলো।

গৃহস্তের পোয়াতি পেটে

একটা বিশ্বযুদ্ধ প্রেগন্যান্ট হচ্ছে।

অতি বুদ্ধিবাজের চামড়ায়

ঢাক বাজে ক্যাশ চেম্বারে।

কেউ আয়নায় নিজেকে চিনে উঠতে পায়না।

আত্মখোর পাগলে ভ'রে যায় আলপথ,

হাভাতি বিয়নোর চিমনিখানা।

নিরীহ মাটির

সোনালি মরীচিকায় প্রজাপতি গোঁফ ওড়ে।

ছিঁড়ে যাচ্ছে মানচিত্র ও মানুষ

লুম্পেনিত পঙ্গপালে ঢাকে রূপসী ধানের জুয়েলারি।

চেয়ার মুছতে মুছতে নিজেকেই ভেট দ্যায়

শূন্য মগজিয়াম।

বাইরে মুলতুমুল হাওয়াস্কর্য্যে চিরকালের ফিনিক্স

আমি ক্রমশ লম্বাতে লম্বাতে তুমি সে ও আমরা।

এক বচন অণু থেকে বহু বচনের পরমাণু

মিথ্যেটোরিয়ামের মাকড়সা জাল ছিঁড়ে

কচিবুজের জন্ম চিৎকার ফোটে

রোদপুরের মাতৃসদনে।

রেটিনায়িকা

সবটাই এক্স ধরা বুনন।

শব্দ ছেড়ে বিশব্দ মাখি গায়

খুন আর নাখুনের মধ্যে

পাল্টি খাচ্ছে দুটো মাতৃ ভাষার নকল ইসকুল।

ধন হারা ধ্বনিতে ধনীয়াল।

আধুনিক ও নাধুনিকের বিস্ফোরণে

মাতাল ব্যাকরণ।

বহুমুখীর মুদ্রাদোষে ফোটে

দৃশ্যের টু দি পাওয়ার।

ফোটে ধ্বনি তেরাস

রেটিনায়িকার চোখের অতিনায়।

বর্ণ বিপর্যয়ে ব্রাসানো বুনন।

মেতে ওঠে মাটিময়

কুয়াশান্বিত মেয়েদের শীলাবন্তি উল্লাস।

নতুন বৃষ্টিতে ব্যা- কারণ স্নানালে

রেন কোটের অভিধান ভেজে।

কথা

সোনাদার গাছে রোদেল জলসা।

পাখিরালয়ের অর্কেস্ট্রায় সবুজের মমি।

শিস দিয়ে গাইছে নিজের এলিজি।

ইন্টারভিউ দিচ্ছে সময়।

খুলে রাখি নিজেকে।

মাতালের ঘোর লাগা অলীক সন্ধ্যা।

আধ পাগল পৃথিবীর ছেনালি জোছনায়

বাজে রিংটোন।

অভিজ্ঞ হাতের তাস মাটিতে।

সন্তানের ক্ষুধার্ত মুখে দানা দিতে পারছি না।

হোলি খ্যালে বিকারগ্রস্থ লোচ্চা শহর।

রোদ হারা জ্যাকেট গড়িয়ে পড়ে।

ঘুম চোখের নেশায় টপকাই ক্যালেন্ডার।

হলুদ ঝালরে কমলা লেবুর গাড়ি ফেরে।

শীতের ফুল গায়ে ফুটছে না।

স্পষ্ট হয় খল আয়না ও

প্রতিফলনের ছবিগ্রাফ।

কাঠ গড়ায় এই মৃতদেহ আমার নয়।

আমিরা বসে আছে নাঙ্গা উঠনে।

চুপ্তি রোদের হল্লা আগাছা মগজের

অলিগলি বাইলেন।

একটা ভালো ফুটুক।

আমিষ আয়নায় দেখি নিরামিষ ভোজ ও

দূরপুরের দিগন্ত।

বিদ্যুৎ হাঁটে

লিলিপুট আকাশে হল্লাবোল। ডানায় অবরোধ।

ট্রাফিক নেভা রোদের লাস চমকায়।

সময় মেরামতের টেকনোলজিতে পাংচার।

নিসর্গে লকআউট।

ডানায় হুইসেল টাঙানো সিগন্যাল।

ঘুমন্ত পায়ে বিদ্যুৎ হাঁটে।

উড়ন্ত ফাইবার প্লেট। সবুজ ধুঁকছে ভ্রান্তনায়।

শ্রাবন্ত টাঙানো নীলে হাফছুটি।

খোলে সম্ভাবনার জট।

অনর্গল রক্তপাতে কাব্যগ্রন্থে ইউটার্ন।

গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা মানচিত্র রংকিলাব আঁকে!

ঘরে ঘরে ন্যাংটো থালার তেলচিত্র।

গ্লোবের গায়ে ভাত ফোটানো পোস্টার।

বিশ্বের হাত চুরি গল্পে কম্পন।

সাত বেলো বারান্দায় খসে রং তাস।

ধুসর আবির রক্তহোলি ডাকে।

অনর্গল বড়োচ্ছে ডানার জিন্দাবাদ।

মাতালের পা

সাদা আঁচলের নিচে শার্টের থাবা

মহব্বত ফুটছে লোকাল টবে

টুকরো নয় আস্ত রুটির খুনি খোজে

আগাথাক্রিস্টের আলাদীন

পাহাড় জঙ্গলে নিসর্গ টলে

পান্ডুলিপির নির্মান ভাঙে

জং ছাড়ানো পা ডাকছে ঘুমনো পা কে

আড় ভাঙে নেশাদ্রিত ঘুম

সাপের গর্তে ডিমের মরসুম

আন্ডাবাচ্চারা ছড়ায় হাভেতো সীমান্তে

কেউটে গ্রাম কেউটে নগর ফণা দোলায়

মিথ্যে ভান্ডার নাচে গোয়েবেলিয়ান জোব্বায়

অলক্ষীর পা আঁকে শূন্য মগজের

দেউলিয়া হাত

সরল মাটির নিকোনো উঠন

সবুজখেকোর বন্দনায় দোলে

ধেনো বঙ্গের বিবস্ত্রিত মুখ।

উদমের সর্বনাশ নাচে মাতালের পায়।

প্রণব পাল এর জন্ম ১৯৫৪ সাল ৫ই ডিসেম্বর শান্তিপুর। বাংলায় ভাষাসাহিত্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ করেন। ১৯৮০ দশক থেকে নিয়মিত কবিতাচর্চা, বই প্রকাশ, সম্পাদনা। কবির কিছু উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে পড়ে ম্যাজিক ক্যানভাস, ভাষাবদলের কবিতা, একলা অর্কেষ্ট্রা, নিষিদ্ধ ভুবন, শাস্ত্রহীন চলার বেদনা, ভাষাবদলের পদ্য (বিষ্ণু দে পুরস্কার), ভাষাবদলের মন্দাক্রান্তা, রোদগ্রাফ, যাযাঘর (সুনীল কুমার স্মৃতি পুরস্কার) প্রভৃতি। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে ভাষাবদলের গদ্য। সংকলন করেছেন - কবিতায় লেনিনের মুখ (আন্তর্জাতিক ও বাংলা কবিতার সম্পাদিত সংকলন), সত্তোরের ক্যানভাস। সম্পাদিত পত্রিকা ঢেউ, অ্যান্টি, কবিতা ক্যাম্পাস।